মেহেরপুরের নবাগত ও বিদায়ী ডিসির মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পন

মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেছে বিদায়ী জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও নবাগত জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে বিদায়ী জেলা প্রশাসক আতাউল গনি মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেন।

এদিকে একই দিন বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে নবাগত জেলা প্রশাসক মেহেরপুরে যোগদান করার পর মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তৌফিকুর রহমান,(রাজস্ব) মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাসুদুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমসহ জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

পূষ্পার্ঘ অর্পনকালে নবাগত জেলা প্রশাসক বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক হিসাবে যোগদান করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

আমি মেহেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে ।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে এই ধারাকে অব্যাহত রেখে এখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সকলের সহযোগিতা আশা করছি। আমি যাতে এ জেলার উন্নয়নের ভূমিকা রাখতে পারি, সে জন্য সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করছি।

এবার সরকারি উদ্যোগে কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট

করোনায় দেশের সিটি করপোরেশনগুলো এরইমধ্যে অন্যবারের তুলনায় পশুর হাটের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে। অথচ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোরবানির ভূমিকা ব্যাপক। অসংখ্য চাষি ও ছোট বড় খামারিরা দেশের কোরবানির পশুর চাহিদা মেটাতে সারা বছর ধরে গরু-ছাগল পালন করে থাকেন।

এসব খামারি ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কোরবানির পশু কেনা-বেচার জন্য ডিজিটাল হাটের ব্যবস্থা করেছে। এটিই হবে সরকারি উদ্যোগে দেশের সবচেয়ে বড় ‘কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট’। করোনা পরিস্থিতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে ‘উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ’ প্রকল্প (আইডিইএ) এর আগে ‘ফুড ফর ন্যাশন’ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করে। এরই আলোকে আইডিইএ প্রজেক্টের ‘স্টার্টআপ বাংলাদেশ’ ব্যানারে ডিজিটাল হাটের এই উদ্যোগটি গ্রহণ করে প্রকল্পটি।

এই হাটে ক্রেতারা ঘরে বসেই গরুর ছবি ও ভিডিও দেখার ও লাইভ ওজন জানার সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে তিনি গরু চাষি, খামারি বা ব্যাপারীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাবেন। এরপর নির্দিষ্ট স্থান থেকে অথবা হোম ডেলিভারির ভিত্তিতে অর্থের বিনিময়ে গরু সংগ্রহ করতে পারবেন।
দেশের সর্ববৃহৎ এই ডিজিটাল হাটের জন্য সারা বাংলাদেশ থেকে গরু- ছাগলের চাষি, খামারের মালিক ও সাধারণ পশু ব্যবসায়ীদের নিবন্ধন কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। উল্লেখিত পেশার যে কেউ https://foodfornation.gov.bd/qurbani2020/ ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে বিনামূল্যে নিবন্ধন করার সুযোগ পাবেন। নিবন্ধনের পর নিজস্ব প্যানেল থেকে পশুর ছবি, ভিডিও ও অন্যান্য তথ্য আপলোড করতে হবে।

এসব ছবি ও তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার তার নিজ খরচে প্রচার করবে। ফলে ক্রেতারা সহজেই তাদের কোরবানির জন্য প্রয়োজনীয় পশু পছন্দের সুযোগ পাবেন এবং বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে ডেলিভারি নিতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ফুড ফর ন্যাশন প্লাটফর্মটি কোরবানির পশুর জন্য দেশের সবচেয়ে বড় ম্যাচ মেকিং ডিজিটাল হাট হতে যাচ্ছে।

খামারি ও চাষিদের অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং ক্রেতা ও তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমি সারা দেশের খামারি ও চাষিদের অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের পশুর তথ্য নিয়ে এই প্লাটফর্মে আসুন। আমরা দেশের সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা অটুট রেখেই আমাদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডগুলো চালু রাখতে চাই।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুন (৭২) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। সে গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার মৃত আব্দুল গনীর স্ত্রী।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান, গত কয়েকদিন আগে জোবাইদা খাতুনের নমুনা সংগ্রহ করতে গেলে নমুনা সংগ্রহ করতে দেয়া হয়নি। যেহেতু করোনা উপসর্গ নিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে সেক্ষেত্রে তার নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত জোবাইদার ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল,বড় ছেলে বাচ্চুর স্ত্রী স্বাস্থ্য কর্মী ফারহানা ও মেয়ে নুসরাত জাহান সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে জোবাইদা খাতুন করোনা সংক্রমিত হতে পারে। তবে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পর করোনা আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান,যেহেতু করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুনের মৃত্যু হয়েছে, সেহেতু তাকে ইসলামী ফাউন্ডেশনের কর্মীরা সরকারি ও ইসলামী বিধি অনুযায়ী দাফন করবে।

মেহেরপুরে আরো ২ জন করোনা আক্রান্ত, তারা চাচা-ভাতিজি

মেহেরপুরে আরো ২ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তারা দুজনই গাংনী উপজেলার। আক্রান্তরা হলেন- গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার আক্তারুজ্জামান (৪১) ও নুসরাত জাহান (১৭)।

সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম। আক্রান্তরা হলেন,গাংনী পৌর শহরের পশুহাসপাতাল পাড়ার আব্দুল গনীর ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল (৪২) ও তার বড় ভাই বাচ্চুর মেয়ে নুসরাত জাহান (১৭)।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান, গত কয়েকদিন আগে স্বাস্থ্য কর্মী ফারহানা করোনা আক্রান্ত হয়। সেখান থেকে তার মেয়ে নুসরাত জাহান ও তার চাচা আক্তারুজ্জামান চঞ্চল আক্রান্ত হতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। আক্তারুজ্জামান চঞ্চলের স্ত্রী জানান, আক্তারুজ্জামান চঞ্চল অসুস্থ হওয়ার কারনে ডাক্তারদের পরামর্শে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, এ পর্যন্ত ২১৭৭টি নমুনা পাঠানো হয়েছে। ফলাফল এসেছে ১৯৭০ টি। এর মোট আক্রান্ত ৯৪ জন। এদের মধ্যে সদরে ৫০, গাংনীতে ৩৬ এবং মুজিবনগরে ৮জন। এ পর্যন্ত ৩৪ জন সুস্থ হয়েছেন। ৯জনকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। বর্তমানে মেহেরপুরে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৬ জন।

ডাক্তার দম্পত্তি করোনা আক্রান্ত, আলমডাঙ্গার শেফা ক্লিনিক লকডাউন

ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপন স্বস্ত্রীক করোনাভাইরাস পজিটিভ হওয়ায় তার মালিকানাধীন আলমডাঙ্গা শেফা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার লকডাউন করা হয়েছে।
সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে উপজেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ ক্লিনিকটি লকডাউন করে দেয়। এতে প্রায় দশ দিন ধরে চলা আলোচনা- সমালোচনার অবসান হয়।
জানা গেছে, এর আগে থেকেই ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপনের স্ত্রী মরিয়ম নেছা করোনার উপসর্গ নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ শেফা ক্লিনিকের বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বারেবার ক্লিনিকটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে তাগিদ দেওয়া হলেও ডাক্তার তপন দিতে অপারগতা প্রকাশ করে আসছিলেন। পরে ওই ডাক্তার পরিবারের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়। এতে ডাক্তার তপন স্বস্ত্রীক করোনা পজিটিভ আসে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ জানান, ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপন ও তার স্ত্রীর করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে।
তিনি জানান, আগে থেকেই ডাক্তার তপনের পরিবারকে নমুনা দিতে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত তিনি সহযোগীতা করেননি। পরে তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তাদের মধ্যে ডাক্তার দম্পত্তির করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। তারা তাদের মালিকানাধীন শেফা ক্লিনিকের ওপরে বসবাস করছিলেন। এ জন্য ক্লিনিকসহ বাড়িটি লকডাউন করা হয়েছে।
গিয়ে দেখা গেছে, রোগী-আত্মীয়স্বজনে সব সময় জমজমাট থাকা ক্লিনিকের ভেতরে ও বাহিরে সুনসান নিরবতা। করোনার খবর শুনে অবশিষ্ট রোগীরাও ক্লিনিক ছেড়ে পালিয়েছে।

বিএসএমএমইউতে ৩৭০ শয্যার করোনা সেন্টার চালু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ৩৭০ শয্যার অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা কিডনি, হার্টসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভোগার পাশাপাশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তারা এখানে পাবেন উন্নতমানের চিকিত্সা সেবা। বিএসএমএমইউয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. রফিকুল আলমের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত টিম সেবা প্রদানে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে এই করোনা সেন্টারে।

৩৭০ শয্যার মধ্যে ‘কেবিন ব্লকে’ শয্যার সংখ্যা ২৫০টি এবং ‘বেতার ভবনে’ শয্যার সংখ্যা ১২০টি। ‘কেবিন ব্লকে’ এর মধ্যে ইমার্জেন্সি রোগীদের জন্য রয়েছে ২৪টি শয্যা এবং আইসিইউ শয্যাসংখ্যা হলো ১৬টি। করোনা স্বাস্থ্যসেবায় কেবিন ব্লকে ‘সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট’ স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া রোগীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলা, নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর, যেমন- সি-প্যাপ, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি শয্যায় রয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপোর্টসহ অন্যান্য চিকিত্সা সুবিধা। মূলত গুরুতর অসুস্থ রোগীরাই এখানে ভর্তি হবেন। অন্যদিকে বেতার ভবনের ১২০ শয্যায় ভর্তি হবেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মডারেট রোগীরা। ৩৭০ শয্যার মধ্যে ১২০ আইসোলেশন বেড রয়েছে। বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে শনিবার থেকে রোগী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রতিদিন তিনটি শিফটে ৬০ চিকিত্সক, ১০০ জন নার্স এবং সংশ্লিষ্ট প্যারামেডিক্স, ওয়ার্ডবয়, এমএলএসএসসহ শতাধিক স্বাস্থ্যকর্মীসহ মোট ২৬০ জন জনবলের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী টিম রোগীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। করোনা সেন্টারে এই চিকিত্সাসেবা প্রদান ও রোগী ভর্তি কার্যক্রম ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকবে।

দেশে বর্তমানে চিকিত্সায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। দেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে আইপিজিএমআরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এমডি, এমএস, এমফিল ইত্যাদি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান শুরু হয়। তাই যেকোনো জটিল রোগীরা এখানে সুচিকিত্সা পাবেন।

এ কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেয়েছিলেন বিএসএমএমইউয়ে করোনা সেন্টার চালু হোক। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া জানান, বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে রোগীরা সুচিকিত্সা পাবেন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিম গঠন করা হয়েছে। যাদের মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের প্রয়োজন হবে তাদের জন্য এই বোর্ড গঠন করা হবে। আর করোনা রোগীদের জন্য বাড়তি কোনো খরচ নির্ধারণ করা হয়নি। সাধারণ ও গরীব রোগীদের জন্য আগের নিয়ম বহাল থাকবে।

সূত্র- ইত্তেফাক

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাঈনুদ্দিন করোনায় আক্রান্ত

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত। তিনি এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মাঈনুদ্দিনের ছোট ভাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের রেজিস্ট্রার ফরহাদ উদ্দিন চৌধুরী মারুফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মাঈনুদ্দিনের শরীরে করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে গত ২ জুলাই তিনি নমুনা দেন পরীক্ষার জন্য। ওই দিনই তার রিপোর্টে পজিটিভ আসে। সেই সঙ্গে সিটিস্ক্যান করলে তার ফুসফুসে নিউমোনিয়া ধরা পড়ে।

তার অক্সিজেন লেভেল স্বাভাবিক রয়েছে জানিয়ে ফরহাদ উদ্দিন চৌধুরী মারুফ বলেন, বড় ভাইয়ের শরীরে করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, মাঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৪ সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়েছিলেন মাঈনুদ্দীন চৌধুরী। সূত্র- যুগান্তর

বিশ্বে সর্বাধিক করোনা আক্রান্তের তালিকায় তিনে ভারত

করোনাভাইরাসে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় রাশিয়াকে পেছনে ফেলে এবার তিন নম্বরে উঠে এলো ভারত।

দেশটিতে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৯০ হাজার ৩৯৬ জন। আর রাশিয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৮০ হাজার ২৮৩ জন।

এর ফলে গতকাল রোববারই রাশিয়াকে টপকে যায় ভারত। এখন দেশটির আগে শুধু রয়েছে আমেরিকা ও ব্রাজিল।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও আমেরিকার জনস হপকিংস বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টের বরাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংবাদমাধ্যম এই সময়।

খবরে বলা হয়, বর্তমানে বিশ্বে সর্বাধিক করোনা আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে প্রায় ২৮

লাখেরও বেশি মানুষ কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। সেখানে আক্রান্ত প্রায় ১৫ লাখেরও বেশি মানুষ। এতদিন তৃতীয় অবস্থানে ছিল রাশিয়া। তবে রোববারের রেকর্ড বৃদ্ধিতে রাশিয়াকে সরিয়ে সেই স্থান দখল করল ভারত।

ভারতে গত দুদিন ধরেই ২২-২৪ হাজার ছুঁয়ে ফেলছিল একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা। যার জেরে দেশটিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে রোববার সেই সংখ্যা পৌঁছে যায় ২৪ হাজার ৮৫০ জনে। যা ২৪ ঘণ্টার আক্রান্তের হিসাবে রেকর্ড।

শনিবারের হিসাব অনুযায়ী, এক দিনে ২২ হাজার ৭৭১ জনের দেহে নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়ায় পুরনো সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছিল।

পরদিন রোববার সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ে আরও অনেক বেশি। এ নিয়ে পর পর তিন দিন বিশ হাজারেরও বেশি নতুন করে আক্রান্ত হয়।

তবে মন্ত্রণালয়ের দাবি, সুস্থতার হার বাড়ছে। এখন পর্যন্ত দেশটিতে সুস্থ হয়েছেন চার লাখের বেশি মানুষ। সূত্র- যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গায় নতুন ১৭ জনের করোনা সনাক্ত

গত ২৪ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় নতুন করে আরও ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৫৬ জনে। এরমধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪৭ জন ও মারা গেছেন ৩ জন। রবিবার রাতে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান এসব বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

সিভিল সার্জন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাব থেকে ৬৪ জনের নমুনার প্রতিবেদন পাওয়া

গেছে। এরমধ্যে ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।

আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার এতিমখানা সড়কের তিনজন ও পাসপোর্ট অফিসের একজন, আলমডাঙ্গা উপজেলার রাধিকাগঞ্জ গ্রামের দুইজন, এরশাদপুরের দুইজন, শেখপাড়ার একজন, আশাননগরের একজন ও উদয়পুরের একজন এবং দামুড়হুদা উপজেলার এক স্বাস্থ্যকর্মী, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরের দুইজন, কেরু বাজার মাঠপাড়ার দুইজন ও কেরু কর্পোরেশন লাইনের একজন রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন ইতালি ফেরত এক যুবক। তার বাড়ি আলমডাঙ্গায়। রবিবার পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গায় ১৯ জন প্রাতিষ্ঠানিক ও ৮৫ জন হোম আইসোলেশনে আছেন।

আলমডাঙ্গায় নতুন ৭ জন করোনা আক্রান্ত, সকলেই স্থানীয়

আলমডাঙ্গায় আরও ৭ জনের শরীরে করোনভাইরাস সনাক্ত হয়েছে। গতকাল রবিবার রাতে এদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট ৬৪ জন করোনা রোগী সনাক্ত হল। সুস্থ্য হয়েছেন মোট ৩৯ জন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ক‘দিন আগে ১৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। রবিবার রাতে ১৩ জনের মধ্যে ৭ জনের রেজাল্ট পজিটিভ আসে।

জানা গেছে, নতুন আক্রান্তরা হলেন পৌরসভার এরশাদপুর গ্রামের ২ জন, আসাননগর গ্রামের ২ জন, পৌরসভার পশুহাট এলাকার ১ জন, হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়ার ১ জন ও একই ইউনিয়নের উদয়পুর গ্রামের ১ জন। আক্রান্তরা কেউ ঢাকা, নারায়ানগঞ্জ, গাজিপুর বা চট্টগ্রাম থেকে আসেননি। তারা সবাই স্থানীয় বলে জানা গেছে। আক্রান্তরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের হাফেজ উদ্দিন মালিথার ছেলে মনিরুজ্জামান টুকুলও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি কুষ্টিয়ায় ফায়ার সার্ভিসে ফায়ারম্যান পদে কর্মরত রয়েছে।

সুত্র জানায়, কদিন আগে টুকুল জ্বর-সর্দ্দি নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে বেলগাছি গ্রামের বাড়িতে আসেন। অবস্থা খারাপ হলে তিনি আবার কুষ্টিয়ায় চলে যান। সেখানে গিয়ে করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এদিকে, টুকুল চলে যাওয়ার পর তার চার বছরের মেয়ে জ্বরে পড়েছেন। তার মধ্যেও করোনা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তবে তার বাড়ির কেউ কোয়ারেন্টিন মানছেন না বলে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেছেন।